রেজিষ্টার্ড নং ডি. এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২৮, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩রা জুন ১৯৯৭ ইং/২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪ বাং

এস, আর, ও, নং ১২০-আইন/৯৭/শ্রজম/শা-৯/রায়-৫/৯৫—Industrial Relations Ordinanec, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রোয়েদাদ ও সিদ্ধান্ত এতদ্‌দ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১	২	৩
১।	অভিযোগ মামলা নম্বর	৭২/৮৯
২।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	২৩/৯৪
৩।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নম্বর	৬৮/৯৫
৪।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	২৬০/৯৫
৫।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	২২০/৯৫
৬।	আপীল মামলা নম্বর	২৬৯/৯৫
৭।	মজুরী পরিশোধ মামলা নম্বর	৩৬/৯৫
৮।	অভিযোগ মামলা নম্বর	৬/৯৫
৯।	অভিযোগ মোকদ্দমা	৪৮/৯৫

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

১	২	৩
১০।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নম্বর	১/৯৬
১১।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নম্বর	৯/৯৬
১২।	অভিযোগ মামলা নম্বর	৯/৯৬
১৩।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	১৮/৯৬
১৪।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	১৯/৯৬

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

শ্রম ভবন (৭ম তলা),

৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৭২/৮৯

মোঃ আবদুল হাই,
ডি/ট্রেন্টার,
কার্ড নং ১২৩৬৬,
স্থায়ী "এ" শিফট,
স্পীডফ্রেম সেকশন,
আহম্মেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা, ঢাকা—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

মহাব্যবস্থাপক,
আহম্মেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা, ঢাকা—**দ্বিতীয় পক্ষ।**

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহাম্মদ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ ঃ ১৬-২-১৯৯৭ ইং।

রায়

অত্র মোকদ্দমা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক দায়ের করা হইয়াছে।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষ মোঃ আবদুল হাই এর মোকদ্দমা এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ২৩ বৎসর যাবৎ স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক

বেতন ১৬০০ টাকা এবং সার্ভিস রেকর্ড সুন্দর ও প্রসংশনীয়। মিল এলাকায় নিরাপত্তা প্রহরীর বসত বাড়ী সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে রাস্তার পার্শ্বে বেআইনীভাবে মাটিকাটা হইয়াছে ও মাটি বিক্রয় করা হইয়াছে এবং জনৈক হেমায়েত উদ্দিনকে মিলের জায়গার উপর দিয়া অবৈধ ও বেআইনীভাবে রাস্তা তৈয়ারী করার সময় বাধা দেওয়া হয় নাই মর্মে মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহাকে ২৯-৩-৮৯ ইং তারিখ হইতে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত এবং ২৯-৫-৮৯ ইং তারিখ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রকৃত ঘটনা কর্তৃপক্ষের জানা মতে ও সি, বি, এ, প্রতিনিধিবৃন্দের পরামর্শ ও সহযোগিতায় উল্লেখিত জায়গায় বন্যার জন্য ভিটি ভরাট করা হইয়াছে এবং মাটি কাটিয়া বিক্রয় করা হয় নাই। প্রথম পক্ষ তাহার বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইয়া ৪-৬-৮৯ ইং তারিখে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারামতে গ্রীভান্স পিটিশন পেশ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক উহা বিবেচনা না হওয়ায় তিনি তাহাকে তাহার বকেয়া বেতন ও মামলার খরচসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিবার আবেদনে এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন

দ্বিতীয় পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া প্রথম পক্ষের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। সংক্ষেপে তাহাদের বক্তব্য এই যে, অত্র মোকদ্দমাটি তামাদিতঃ বারিত এবং অচল। সকল আইন-কানুন মানিয়া বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে বিধায় মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষের প্রকৃত ঘটনা এই যে, সুনির্দিষ্ট কতিপয় অসদাচরনের দায়ে ৫-৪-৮৯ ইং তারিখ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ নামা জারী করা হয়। প্রথম পক্ষ ৯-৪-৮৯ ইং তারিখ উক্ত অভিযোগ নামার বিরুদ্ধে লিখিত জবাব দাখিল করেন। অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। প্রথম পক্ষ তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তদন্ত কমিটি তাহার জবানবন্দী লিপি-বদ্ধ করেন। প্রথম পক্ষ কোন স্বাক্ষী তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থিত করেন নাই। প্রথম পক্ষ ও অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষীগণের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। প্রথম পক্ষকে তাহাদের জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ তদন্ত কার্যক্রম, সাক্ষীগণের জেরা ও জবানবন্দীর যে সমস্ত কাগজে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে তিনি তাহার নিজ নাম স্বাক্ষর বা দস্তখত দেন। ইহার পর তদন্ত কমিটি তদন্ত কার্য শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতি-বেদনের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের অনুযোগ পত্র পাওয়ার পর তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানীতে ডাকেন এবং তাহার বক্তব্য ধৈর্যের সহিত শ্রবণ করা হয় এবং তাহার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি উক্ত জবানবন্দীতে তাহার নিজ নাম স্বাক্ষর করেন। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে নূতন কোন তথ্য বা বক্তব্য উপস্থাপন করিয়া নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হন। তাহার ব্যক্তিগত নথি পুনরায় বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের প্রদত্ত দেওয়া অনুযোগ পত্র নাকচ করা হয়। এবং ১৯-৬-৮৯ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পত্র মারফত প্রথম পক্ষকে জানাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাপককে খোঁজ করিয়া না পাওয়ায় উক্ত পত্রখানা প্রাপকের নিকট ফেরত পাঠান হয়। এমতাবস্থায়, প্রথম পক্ষ অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহে।

বিচার্য বিষয় ঃ

(১) বর্তমান আকারে ও প্রকারে অত্র মামলা চলিতে পারে কি না?

(২) প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ দিয়া চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছিল কি না?

(৩) প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহার বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক অনুযোগ পত্র দাখিল করা হইয়াছিল কি না?

(৪) প্রথম পক্ষ অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ :

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয় একত্রে পর্যালোচনার জন্য গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ মোঃ আবদুল হাই ২৯-৫-৮৯ ইং তারিখে চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন এবং প্রদর্শনী-২ দ্বারা উহা সমর্থিত। প্রদর্শনী-৩ এর মাধ্যমে যে অনুযোগ পত্র ৪-৬-৮৯ ইং তারিখে প্রেরণ করা হয়। উহা যে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরিত হইয়াছে তাহা আরজীতে উল্লেখ নাই এবং এই প্রসংগে প্রথম পক্ষ কর্তৃক পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া হইলেও তাহার মৌখিক স্বাক্ষ্যেতেও এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। কাজেই, প্রথম পক্ষের অনুযোগপত্র ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারার বিধান মতে রেজিস্ট্রী ডাকে প্রেরণ না হওয়ায় প্রথম পক্ষ উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। এই প্রসংগে রিট পিটিশন নং ৯/১৯৯০ (যশোহর বেঞ্চ) ও ১২০৩/৯১ ঢাকাতে মাননীয় বিচারপতি জনাব নইমুদ্দিন আহাম্মদ এবং মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী কর্তৃক ২০-৪-৯৩ ইং তারিখে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় তাহা অত্র মোকদ্দমার ক্ষেত্রে নজির হিসাবে ব্যবহৃত হইল। প্রদর্শনী-৫ মূলে ৬-৪-৮৯ ইং তারিখে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা আনয়ন করা হইয়াছে। উক্ত অভিযোগনামার বক্তব্য মোতাবেক প্রথম পক্ষ তাহার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে আবুল হাশেম, নিরাপত্তা প্রহরী, আবদুর রহমান, পিয়ন, নাসির উদ্দিন, নিরাপত্তা প্রহরী নামীয় ব্যক্তিবর্গের যোগসাজসে ও সহায়তায় কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অবৈধভাবে ও বেআইনীভাবে বিপুল পরিমাণে মাটি কাটিয়া একটি বিরাট আকারের গর্তের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা মূল্যের জায়গায় ক্ষতিসাধন করেন। এবং হেমায়েত উদ্দিন নামে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অবৈধভাবে টাকা গ্রহণ করিয়া টাকার বিনিময়ে তাহাকে মিলের জায়গা হইতে মাটি কাটার সুযোগ দিয়া মাটি ভরাট করতঃ মিলের জায়গার উপর দিয়া ৪ হাত প্রস্থ আনুমানিক ১০০ হাত লম্বা রাস্তা তৈরী করার সহায়তা করেন। ৯-৪-৮৯ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করতঃ জবাব দাখিল করেন, প্রদর্শনী-গ। অতঃপর প্রদর্শনী-ঘ মূলে অভিযোগের তদন্ত হয়। তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ হইতে দেখা যায় যে প্রথম পক্ষ তদন্ত কার্যক্রমের সকল পৃষ্ঠাতে স্বাক্ষর দিয়াছেন এবং তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে তৎকর্তৃক এই মর্মে স্বাক্ষ্য দেওয়া হয় যে তিনি ঐ সকল কাগজে স্বাক্ষর দিয়াছেন। প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ হইতে আরও দেখা যায় যে অভিযোগকারী পক্ষে উপস্থাপিত স্বাক্ষীদেরকে প্রথম পক্ষ কর্তৃক জেরা করা হইয়াছে এবং প্রথম পক্ষসহ অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্মুখে স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে, প্রদর্শনী-ঙতে তিনি বরখাস্তের পর জি, এম, সাহেবের নিকট ব্যক্তিগত শুনানীতেও হাজির হন এবং উপরে বর্ণিত অনুযোগের ভিত্তিতে জি, এম, সাহেব তাহার ব্যক্তিগত শুনানী ও গ্রহণ করেন এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন মতে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে তর্কিত আদেশ মূলে বরখাস্ত করা হইয়াছে। বরখাস্ত আদেশের পূর্বে প্রথম পক্ষকে যে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় নাই তাহা তদন্ত কার্যক্রম হইতে প্রকাশ পাইতেছে না। বরং প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহার চাকুরীকাল নিষ্কলুষ দাবী করার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী বিভিন্ন তারিখে কৈফিয়ত তলব পত্র, এবং উহার জবাব ও ও সতর্কীকরণ বিষয়ক কাগজাদিও দাখিল করা হইয়াছে। ঐ সকল কাগজাদি হইতে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে প্রথম পক্ষের চাকুরীর খতিয়ান নিষ্কলুষ নহে এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক

প্রথম পক্ষকে তাহার চাকুরী হইতে বরখাস্তের মত শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত ঐ সকল কাগজাদি সমর্থন করে। কাজেই, সর্বদিক বিবেচনাক্রমে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষকে বরখাস্তের পূর্বে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে তাহাকে যথাযথভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রকার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ব্যতিরেকে অনুযোগ পত্র রেজিস্ট্রী ডাকযোগে না দেওয়ায় প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাওয়ার যোগ্য নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় খারিজ করা হইল।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং ২৩/৯৪

মোঃ শাহজালাল, প্রযত্নে জহিরুল ইসলাম,
রুম নং-১, মাষ্টারনীর বাড়ী, নয়ামাটি,
পাগলা, পোঃ কুতুবপুর, থানা ফতুল্লা,
জিলা নারায়ণগঞ্জ—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

(১) গোল্ডেন রি-রোলিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
পক্ষে—উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৯/এ, মালিটোলা, ২. শ রোড,
ঢাকা-১১০০।

(২) ব্যবস্থাপক,
গোল্ডেন রি-রোলিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
নন্দলালপুর, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ—**দ্বিতীয় পক্ষ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং-৩৩, তারিখঃ ২৪-২-৯৭।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আবদুর রব ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মহিউদ্দিন উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী রক্ষণীয়তার বিষয়ে আপত্তি দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী-গণের বক্তব্য শুনিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর প্রার্থনা মোতাবেক প্রথম পক্ষের দাখিলী অভিযোগ ৪/৯৫ নম্বর মামলার নথি উপস্থাপন করা হইল এবং আদালত কর্তৃক নথি প্রত্যক্ষ করা হয়।

অত্র আই, আর, ও, ২৩/৯৫ নম্বর মামলার আরজি মোতাবেক প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে মাসিক ১২৩০ টাকা মজুরীতে শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ২৪-২-৯৪ ইং তারিখ সাপ্তাহিক মজুরী উত্তোলনের সময় প্রথম পক্ষ দেখিতে পান যে তাহার প্রাপ্য মজুরীর তুলনায় অনেক কম মজুরীর বিল করা হয়। প্রথম পক্ষ সঠিক মজুরীর আবেদন করিলে দ্বিতীয় পক্ষ জোরপূর্বক মজুরী পরিশোধ রেজিষ্ট্রারে স্বাক্ষর রাখিয়া তাহাকে কারখানা হইতে বাহির করিয়া দেন। ২৬-২-৯৪ ইং তারিখ হইতে তাহাকে কাজ দেওয়া হয় না এবং নানা প্রকার হুমকি দেওয়া হয়। ২-৩-৯৪ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ মজুরীসহ কাজে যোগদানের আবেদন করিয়া রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পত্র দেন। প্রথম পক্ষকে টারমিনেট, ডিসমিস, ডিসচার্জ কিছুই করা হয় নাই। কাজেই, তৎকর্তৃক বকেয়া মজুরী ও ভাতাসহ কাজ প্রদানের (Resumption of duties) প্রার্থনায় এই মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

উক্ত মোকদ্দমার জবাবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক এই মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে প্রথম পক্ষের চাকুরীর প্রয়োজন না থাকায় ২৪-২-৯৪ ইং তারিখ তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। তাহাকে প্রাপ্য মজুরীর তুলনায় কম মজুরী প্রদান করা হয় নাই এবং তাহাকে কোন হুমকি প্রদর্শন করা হয় নাই। প্রথম পক্ষকে আইনানুগভাবে টারমিনেট করা হইয়াছে। যাহার বিরুদ্ধে অত্র আদালতে অভিযোগ মামলা থাকায় অত্র আই, আর, ও, মামলা রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ যোগ্য।

উপরোক্ত আই, আর, ও, মোকদ্দমায় দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী) আদেশ আইনের ২৫(ক) ধারার বিধানমতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ২৭-১১-৯৪ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকে গ্রীভান্স পিটিশান দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে প্রেরিত হয়। উল্লেখ্য অভিযোগ মামলা নম্বর ৪/৯৫ এর আরজীতে একইরূপ বক্তব্য রাখা হইয়াছে এবং তাহাকে টারমিনেশন বেনিফিট প্রদানের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত মোকদ্দমাদ্বয়ের আরজী হইতে দেখা যায় যে, একই বিষয়ে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ৩০-৩-৯৪ ইং তারিখ আই, আর, ও, ২৩/৯৪ নম্বর মামলা এবং ৫-১-৯৫ ইং তারিখ অভিযোগ ৪/৯৫ নম্বর মামলা দায়ের করা হইয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগ ৪/৯৫ নম্বর মামলাতে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে আই, আর, ও, ২৩/৯৪ নম্বর মোকদ্দমাতে পৃথক কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন পড়ে না। অনুরূপভাবে একই বিষয় নিয়া দুইটি মোকদ্দমা পরস্পর পরিচালিত হইতে থাকিলে আদালতের সময় বিনষ্ট ও ডায়রী কানজেসটেড হইবেক।।

কাজেই, আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছে যে অভিযোগ মামলা নম্বর ৪/৯৫ বিচারাধীন থাকায় আই, আর, ও মামলা নং ২৩/৯৪ রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে রক্ষণীয় নহে মর্মে নিঃখরচায় খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৬৮/১৯৯৫

মিনু, কার্ড নং-১০২,
ঠিকানা প্রযত্নে—আইনুল হক,
৫/এ, গোলাপবাগ, ঢাকা—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

(১) ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আমিনুর রহমান খান,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আর, এম, ফ্যাশন লিঃ,
বি-১০০, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব খাজা রশিদ বাবু,
আর, এম, ফ্যাশন লিঃ,
বি-১০০, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯—**আসামী পক্ষগণ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৪, তারিখ—১-২-৯৭।

মামলাটি গ্রেফতারী পরওয়ানার প্রতিবেদন ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত। বাদীর বিজ্ঞ-আইনজীবী জাহান আরা হক লিখিতভাবে জানান যে বাদী আসে নাই এবং যোগাযোগ করে নাই বিধায় কোন পদক্ষেপ নিবেন না। আসামীগণ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদী মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এমতাবস্থায় এইরূপ;

আদেশ হইল যে—বাদী মিনুর দাখিলী নালিশ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় খারিজ করা হইল এবং আসামী নং (১) ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আমিনুর রহমান খান ও (২) খাজা রশিদ বাবুকে তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা গেল। আসামীগণকে জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা হইল। এমতাবস্থায় গ্রেফতারী পরোয়ানা রি-কল করা হউক।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ২৬০/৯৫

মোঃ আবদুল কাদের মিয়া,
পিতা আলিমুদ্দীন শেখ,
গ্রাম নন্দলালপুর (পুলিশের বাড়ী),
পোঃ কুতুবপুর, পাগলা,
থানা—ফতুল্লা,
জিলা নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) গোল্ডেন রি-রোলিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ (মিলস) লিঃ,
পক্ষে উহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৯/এ, মালিটোলা ইংলিশ রোড,
ঢাকা-১১০০।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
গোল্ডেন রি-রোলিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ (মিলস) লিঃ,
৯/এ, মালিটোলা ইংলিশ রোড,
ঢাকা-১১০০।

(৩) ম্যানেজার,
গোল্ডেন রি-রোলিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ (মিলস) লিঃ,
নন্দলালপুর,
পোঃ কুতুবপুর, পাগলা,
নারায়ণগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ—১৫-২-৯৭।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী খোরশেদ আলী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এস, এ, খালেক উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। দ্বিতীয় পক্ষের সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। মামলাটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর প্রার্থনা মোতাবেক প্রথম পক্ষের দাখিলী অভিযোগ ৪২/৯৬ নম্বর মামলার নথি উপস্থাপন করা হইল এবং আদালত কর্তৃক নথি প্রত্যক্ষ করা হইল।

অত্র আই, আর, ও, ২৬০/৯৫ নম্বর মামলার আরজী মোতাবেক প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে মাসিক ২১৫০ টাকা মজুরীতে শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাহার স্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ১০-১০-৯৫ ইং তারিখ দেশের বাড়ীতে চলিয়া যান এবং ১৫-১০-৯৫ ইং তারিখ কাজে আসিলে দ্বিতীয় পক্ষ মৌখিকভাবে ৮ দিন পর আসিতে বলেন। পরে কাজের জন্য উপস্থিত হইলে কাজ দেওয়া হয় না। তৎপর তিনি ২৪-১০-৯৫ ইং তারিখ

রেজিস্ট্রী ডাকযোগে কাজে যোগদানের আবেদন প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান করিতে দেন নাই। তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট, ডিসমিস, ডিসচার্জ, ছাটাই কিছুই করা হয় নাই। কাজেই, বকেয়া মজুরী ও ভাতাসহ কাজ প্রদানের (Resumption of duties) প্রার্থনায় এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

উক্ত মোকদ্দমার জবাবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে প্রথম পক্ষ ১৯৯৫ সনের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৫ দিন অনুপস্থিত থাকার পর ১১-১০-৯৫ ইং তারিখ হইতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ছুটি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। ৯-১১-৯৫ ইং তারিখ কৈফিয়ত তলব করা হয়। কিন্তু কোন কারণ না দর্শাইয়া স্বীয় অসুস্থতার অজুহাতে কাজে যোগদানের জন্য পত্র দেন এবং উহা বিবেচনা করিয়া ২৭-১১-৯৫ ইং তারিখ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে বিধায় আই, আর, ও, মামলাটি খারিজ যোগ্য।

উপরোক্ত আই, আর, ও, মোকদ্দমা দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান মতে ১২-৮-৯৬ ইং তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকে গ্রীভান্স পিটিশান দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে প্রেরিত হয়। উল্লেখ্য অভিযোগ মামলা নং ৪২/৯৬ এর আরজীতে তদরূপ বক্তব্য রাখা হইয়াছে এবং একই সংগে তাহাকে সম্পূর্ণ বকেয়া মজুরী ও ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত মোকদ্দমাদ্বয়ের আরজী হইতে দেখা যায় যে, একই বিষয় ও একই প্রকার প্রতিকারের প্রত্যাশায় প্রথম পক্ষ কর্তৃক ২৭-১১-৯৫ ইং তারিখ আই, আর, ও, ২৬০/৯৫ এবং ১১-৯-৯৬ ইং তারিখ অভিযোগ ৪২/৯৬ নম্বর মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

উপরোক্ত অবস্থায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে অভিযোগ ৪২/৯৬ নম্বর মামলাতে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে আই, আর, ও মামলা নং ২৬০/৯৫ মোকদ্দমাতে পৃথক কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় না। ইহা ব্যতীরেকে একই বিষয় নিয়া দুইটি মোকদ্দমা পরস্পর পরিচালিত হইতে থাকলে আদালতের সময় বিনষ্ট ও ডায়রী কনজেসটেড হইবে।

কাজেই, আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছে যে, অভিযোগ মামলা নম্বর ৪২/৯৬ বিচারাধীন থাকায় আই, আর, ও, মামলা নম্বর ২৬০/৯৫ রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে রক্ষণীয় নহে মর্মে নিঃখরচায় খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ২২০/৯৫

শাহীনুর, কার্ড নং ২৯,
পিতা আবুল হাসেম,
ঠিকানা প্রযত্নে মোঃ আলী মেম্বার,
ওয়াপদা রোড, ওমর আলী লেন,
বাসা ১৬/১, রামপুরা, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব, বি, এম, জহিরুল হক (মিন্টু),
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
লুনা এপারেলস প্রাঃ লিঃ,
ফ্যাক্টরী ৫৯১/সি, খিলগাঁও,
চৌধুরীপাড়া, (২য় তলা),
থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার,
লুনা এপারেলস প্রাঃ লিঃ,
ফ্যাক্টরী ৫৯১/সি, খিলগাঁও,
চৌধুরীপাড়া, (২য় তলা),
থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৬, তারিখ : ২২-২-৯৭।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। মামলাটি গত ১-৬-৯৬ ইং তারিখ একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয় এবং ইহার পর ৬-৭-৯৬, ১৭-৮-৯৬, ২৬-৯-৯৬, ১১-১১-৯৬ ও ২৪-১২-৯৬ ইং তারিখেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আপীল নং ২৬৯/৯৫

ফরিদপুর জেলা মাইক্রোবাস মালিক সমিতি,
ইহার প্রতিনিধিত্বে—সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক,
গোয়লচামট, থানা কোতয়ালী,
ফরিদপুর—আপীলকারী।

বনাম

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
ঢাকা বিভাগ,
৯ নং, বিজয় নগর,
ঢাকা-১০০০—প্রতিবাদী।

উপস্থিত : জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহাম্মদ (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ফজলুল হক মণ্টু (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখঃ ২৭-২-৯৭।

রায়

আপীলকারী ফরিদপুর জেলা মাইক্রোবাস মালিক সমিতির পক্ষে ইহার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারায় প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত ২৫-১১-৯৫ ইং তারিখের আদেশ বাতিলক্রমে উক্ত আপীলকারী সমিতিটিকে নিবন্ধিত করিয়া নিবন্ধন সনদ পত্র প্রদান করিবার নিমিত্তে প্রতিবাদীকে নির্দেশ দিবার প্রার্থনায় অত্র আপীল আবেদনটি আনয়ন করা হইয়াছে।

আপীলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আপীলকারীর বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে এই মর্মে উল্লেখ করা যাইতেছে যে ফরিদপুর জেলার মাইক্রোবাস মালিকগণের ৫২ জনের মধ্যে ৪০ জন ৫-৮-৯৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে "ফরিদপুর জেলা মাইক্রোবাস মালিক সমিতি" নামে মালিকদের একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। উক্ত সভায় সমিতির একটি গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত হয় ও সমিতি নিবন্ধনের জন্য সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইনের নির্দিষ্ট চাহিদামত যাবতীয় কাগজপত্রসহ প্রতিবাদীর নিটক ১১-১০-৯৫ ইং তারিখে আপীলকারী সমিতির রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেন। প্রতিবাদী উক্ত আবেদন পত্র যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্ত করতঃ ২৩-১০-৯৫ ইং তারিখে এক পত্র দ্বারা ভুলত্রুটিসমূহ সংশোধন করতঃ রেকর্ডপত্র প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করার জন্য ১৫ দিনের মধ্যে দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। আপীলকারী ৮-১১-৯৪ ইং তারিখ যথাযথভাবে সমস্ত ভুলত্রুটি সংশোধন করতঃ যাবতীয় কাগজপত্র দাখিল করেন। উক্ত আপত্তিসমূহ সংশোধন করার পর আপীলকারীকে আর কোন কিছু না জানাইয়া একতরফাভাবে প্রতিবাদী ২৫-১১-৯৫ ইং তারিখের এক আদেশ মূলে আপীলকারীর রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করেন।

প্রতিবাদীর উক্ত প্রত্যাখ্যান আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া আপীলকারী পক্ষ কর্তৃক অত্র আপীলটি দায়ের করা হইয়াছে।

প্রতিবাদী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক লিখিত জবাবের ভিত্তিতে আপীলটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। জবাবের বক্তব্য মোতাবেক প্রতিবাদী ২৫-১১-৯৫ ইং তারিখের টিইউ ১৩৩/৯৫/৩৫৭(সি) পত্রের মাধ্যমে ফরিদপুর জেলা চলাচলকারী মোট মাইক্রোবাসের সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে না পারার কারণে আপীলকারী ও সংশ্লিষ্ট জেলায় মোট কতজন মাইক্রোবাস মালিক রহিয়াছে উহার সঠিক তথ্য সরবরাহ করিতে না পারার হেতুতে আপীলকারীর সমিতি ৫-৮-৯৫ ইং তারিখের সাধারণ সভায় ৪০ জন মালিকের উপস্থিতিতে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ আইনের দৃষ্টিতে ও প্রস্তাবিত সমিতির দাখিলকৃত গঠনতন্ত্রের ২১ নং ধারার বিধান মোতাবেক দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায় না। সমিতির নামকরণ, গঠনতন্ত্র অনুমোদন, কার্যকরী পরিষদ গঠন এবং সমিতিটি নিবন্ধনের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ক্ষমতা প্রদান করা সঠিক হয় নাই। কেননা উক্ত সভাটি কোরাম হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আপীলকারীর রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির আবেদনে ভুলত্রুটি থাকায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(১) ধারার বিধান মোতাবেক ২০-১০-৯৫ ইং তারিখের টিইউ-১৩৩/৯৫/৩৪৮/(সি) নং পত্রের মাধ্যমে ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য আপীলকারীকে সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। আপীলকারী ৮-১১-৯৪ ইং তারিখে কোন পত্র তাহার দপ্তরে জমা দেন নাই। তবে ২০-১০-৯৫ ইং তারিখের আপত্তি পত্রে আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট কমিটির প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করিতে বলা হইলে ৮-১১-৯৫ ইং তারিখের পত্রের সহিত উহা দাখিল করেন নাই। ফলে ফরিদপুর জেলায় চলাচলকারী মাইক্রোবাসের সংখ্যা কত উহা নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই। ইহা ব্যতিরেকে তদন্তকালেও তথ্য ভিত্তিক কোন প্রমাণ উত্থাপন করিতে পারেন নাই যাহাতে উক্ত জেলায় মোট মাইক্রোবাসের মালিকের সংখ্যা নিরূপণ করা যায়। এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত সমিতিটি শতকরা ৩০% মালিকের সমন্বয়ে গঠন হইয়াছিল কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(২) ধারার বিধান মোতাবেক কোন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে হইলে প্রতিষ্ঠানের মোট মালিক/কর্মচারীর শতকরা ৩০% সদস্যভুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। যেহেতু প্রস্তাবিত সমিতিটিতে ৩০% মালিক সদস্যভুক্ত হইয়াছিল কি না উহার স্বপক্ষে বি. আর. টি. এ এর প্রত্যয়ন বা উপযুক্ত কোন প্রমাণ পত্র আপীলকারী দাখিল করিতে পারেন নাই যেহেতু উপরে বর্ণিত আইনের ৮(১) ধারার বিধান মোতাবেক উত্থাপিত আপত্তিসমূহ সন্তোষজনকভাবে মিটাইতে সক্ষম হন নাই। কাজেই, উক্ত আইনের ৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক ন্যায়তঃ ও যুক্তিসংগত কারণে প্রতিবাদী কর্তৃক ২৫-১১-৯৫ ইং তারিখের তর্কিত আদেশমূলে আপীলকারীর রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

বিচার্য বিষয় :

(১) প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত ২৫-১১-৯৫ ইং তারিখের তর্কিত আদেশ বাতিলযোগ্য কি না?

(২) আপীলকারী সমিতি নিবন্ধন এর নির্দেশ পাইতে হকদার কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২ :

সংক্ষিপ্তকরণ ও পর্যালোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, আপীলকারী সমিতির রেজিস্ট্রেশনের নিমিত্ত তৎকর্তৃক ১১-১০-৯৫ ইং তারিখে দেয় আবেদনপত্র প্রতিবাদী কর্তৃক ১২-১০-৯৫ ইং তারিখে গৃহীত হয় এবং প্রতিবাদী কর্তৃক ২০-১০-৯৫ ইং তারিখে আপীলকারীর আবেদন পত্র সংশোধনের নিমিত্ত প্রদেয় চিঠিও স্বীকৃত। ইহাও স্বীকৃত যে, প্রতিবাদী কর্তৃক ২৫-১১-৯৫ ইং তারিখের স্মারক নং টিইউ-১৩৩/৯৫/৩৫ (সি) মোতাবেক আপীলকারীর রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়।

উক্ত স্মারকে প্রতিবাদী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক যে বক্তব্য রাখা হইয়াছে তাহা হইতে সংশ্লিষ্ট অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর আওতায় ফরিদপুর জেলা মাইক্রোবাস মালিক সমিতির গত ১২-১০-৯৫ ইং তারিখের রেজিস্ট্রেশনের আবেদন উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক নিম্নোক্ত কারণে এতদ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হইল :—

অত্র দপ্তরের ২৩-১০-৯৫ ইং তারিখের টিইউ-২৩৩/৯৫/৩৪৮(সি) নং পত্রের ৮ নং ক্রমিকে ফরিদপুর জেলায় চলাচলকারী মাইক্রোবাসের সংখ্যা কত সে মর্মে আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট কমিটির প্রত্যায়ন পত্র দাখিলের জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনারা উক্ত প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন ফলে ফরিদপুর জেলায় চলাচলকারী মাইক্রোবাসের সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় নাই এবং ৩০% মাইক্রোবাস মালিকের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত সমিতি গঠিত কি না নিরূপণ করা যায় নাই।

উপরের উদ্ধৃতি আপত্তির প্রেক্ষিতে শুনানীকালে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আপীলকারী সমিতির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সমিতিভুক্ত মালিকদের ৩০% সদস্যভুক্ত হওয়ার নিমিত্ত আইনগত কোন চাহিদা বিদ্যমান আছে কি না।

উপরোক্ত প্রসংগে আপীলকারী কর্তৃক নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(২) ধারায় প্রতিষ্ঠানসমূহে ট্রেড ইউনিয়ন এর রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৩০% সদস্য ভুক্ত হওয়ার যে বিধান রাখা হইয়াছে উহা আপীলকারী সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। শুনানীকালে প্রতিবাদী পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবী মালিক সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে শতকরা ৩০% মালিকের সদস্যভুক্ত হওয়ার আবশ্যকতা রহিয়াছে মর্মে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে কোন আইনগত চাহিদা রহিয়াছে মর্মে কোন বিধান সংকুলিত হইয়াছে কি না তাহা দেখাইতে সমর্থ হন নাই। কাজেই, যে ভিত্তিতে আপীলকারী রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে উহার কোন আইনগত ভিত্তি নাই মর্মে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। কারণ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(২) ধারায় শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলেও মালিক সমিতি বা সংঘের ক্ষেত্রে উক্ত ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য নহে। কাজেই, প্রতিবাদী কর্তৃক ২৫-১১-৯৫ ইং তারিখের আদেশ রদ ও রহিতযোগ্য এবং আপীলকারী সমিতি তাহাদের প্রার্থীত মতে নিবন্ধন পাইতে হকদার। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—অত্র আপীলটি উভয় পক্ষের শুনানীতে বিনাখরচায় মঞ্জুর হইল।

প্রতিবাদী পক্ষের ২৫-১১-৯৫ ইং তারিখের প্রদত্ত প্রত্যাখ্যান আদেশ এতদ্বারা রদ ও রহিত করা হইল এবং আপীলকারীকে অত্র আদেশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার নিমিত্ত প্রতিবাদীকে এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হইল।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৩৬/৯৫

শাহানাজ, কার্ড নং ১৭,
স্বামী কাজল আহমেদ,
ঠিকানা প্রযত্নে নূরুদ্দিন,
৩৮৮, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া,
ঢাকা—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
লুনা এ্যাপারেলস প্রাঃ লিঃ,
৪৯১/সি, খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া (২য় তলা),
থানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার,
লুনা এ্যাপারেলস প্রাঃ লিঃ,
৪৯১/সি, খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া (২য় তলা),
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—**প্রতিপক্ষগণ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৬, তারিখ ঃ ২-২-৯৭।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী এ, কে, এম, নাসিমের বক্তব্য শুনিলাম। তিনি জানান যে প্রথম পক্ষ কর্তৃক মামলার পরিচালনায় instruction নাই। কাজেই, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৬/৯৫

মোঃ আবদুল হামিদ, তোতা, পিতা মোঃ নূরুল ইসলাম,
উচ্চমান সহকারী বর্তমান সাময়িক বরখাস্ত,
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, শাখা-১১, মিরপুর,
সেকশন-১, মিরপুর, ঢাকা বর্তমান ঠিকানা
৪৩৯ নং, সেনপাড়া পাবতা, মিরপুর, ঢাকা-১২২৬—**প্রথম পক্ষ/অভিযোগকারী।**

বনাম

(১) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা ভবন,
প্রধান কার্যালয়, ৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
মতিঝিল, ঢাকা।

(২) চেয়ারম্যান,
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা ভবন,
প্রধান কার্যালয়, ৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
মতিঝিল, ঢাকা।

(৩) জেনারেল ম্যানেজার, প্রশাসন ও দাবী,
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা ভবন,
প্রধান কার্যালয়, ৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
মতিঝিল, ঢাকা—**দ্বিতীয় পক্ষগণ/প্রতিপক্ষগণ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ ঃ ৩-২-৯৭।

মামলাটি কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মণ্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী পূর্বে পর পর ৭ বার সময় নিয়াছেন। এমতাবস্থায় মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করিয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে এবং প্রথম পক্ষ মোকদ্দমা চালাইতে যে অনিচ্ছুক ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৪৮/৯৫ ইং

মোবারক, কার্ড নং ১১১১,
পিতা আবদুল মান্নান আলী,
ঠিকানা জনাব নারায়ন,
বাসা-১১, রোড নং-১,
কালাবাড়ী, কুসুমবাগ,
ঢাকা-১২১৪—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

(১) জনাব শফিকুর রহমান,
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ওয়ার্লড ফ্যাশন লিঃ,
১০৭, ডি, আই, টি, রোড, মালিবাগ,
থানা মতিঝিল, ঢাকা।

(২) জনাব রহিম (অফিস ষ্টাফ),
ওয়ার্লড ফ্যাশন লিঃ,
১০৭, ডি, আই, টি, রোড, মালিবাগ,
থানা মতিঝিল, ঢাকা—**আসামীপক্ষগণ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭, তারিখ ঃ ১-২-৯৭।

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী ও আসামীগণ উপস্থিত। মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। নথিতে রক্ষিত কাগজাদিসহ বাদীর নালিশী দরখাস্ত দেখিলাম। তিনি ১৯৯৩ সালের মে মাস হইতে আসামীগণের ফ্যাক্টরীতে আয়রন ম্যান হিসাবে মাসিক ১,০০০ টাকা বেতনে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। ৭-৮-৯৫ ইং তারিখে আসামীগণ কর্তৃক তাহাকে ফ্যাক্টরী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তিনি ২৬-৮-৯৫ ইং তারিখ প্রাপ্তি স্বীকার পত্রসহ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ১ নং আসামীর নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। বাদীর প্রাপ্য পাওনাদি (ক) জুলাই ও আগষ্ট মাসের (সাত) দিনের বেতন টাকা ১,৩০০, (খ) জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসের ৭ দিনের ওভারটাইম টাকা ৫,০০০, (গ) টার-মিনেশন বেনিফিট (৪ মাসের বেতন) টাকা ৪,০০০ ও (ঘ) ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা ১,০০০ মোট টাকা ১১,৩০০ দাবী করা হয়। আসামীগণ উক্ত টাকা পরিশোধ না করায় তিনি ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় অত্র মামলা দায়ের করেন।

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে আসামীগণের বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে,বাদী অত্র আদালতে ১৯৬১ সালের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশ এর ৯ ধারায় ফৌজদারী ৪৭/৯৫ নম্বর মামলা আসামীগণের বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছে। উক্ত মামলাতেও বাদী কর্তৃক ১৯৯৪ সালের সরকার ঘোষিত মজুরী বোর্ডের রোয়েদাদ অনুযায়ী সর্বমোট ৭১০ টাকা পাইবার অধিকারী কিন্তু তাহাকে ১,০০০ টাকা মজুরী দেওয়া হইয়াছে এবং ১২-১-৯৪ তারিখ হইতে নিম্নতম মজুরী পরিশোধ না করায় অতিরিক্ত পাওনা বাবদ ১৯৯৫ সালের জুন পর্যন্ত ১৮ মাসের ৭১০×১৮=১২,৭৮০ টাকা দাবী করা হয়। উক্ত ফৌজদারী ৪৭/৯৫ নম্বর মামলার নথি পর্যালোচনা করা হইল। আসামীগণের বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক উল্লেখ করা হয় যে, বাদীর দাবীর বিরুদ্ধে dispute রহিয়াছে। বাদীর প্রাপ্য দাবী বিবাদযোগ্য বিধায় ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২১ ধারার বিধান মোতাবেক অত্র মোকদ্দমায় আসামীগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়।

অপরদিকে বাদীর বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক বক্তব্য পেশ করা হয় যে, যেহেতু বাদীকে টারমিনেশন বেনিফিট ও বেতন ভাতাদি আইনের বিধান মোতাবেক প্রদান করা হয় নাই সেহেতু ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫ ধারার বিধান লংঘন করায় উক্ত আইনের ২০ ধারায় আসামীগণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

উভয় পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করা হইল। যেহেতু বাদীর মাসিক মজুরী কত বিবাদযোগ্য তাহার আরজী হইতে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। উপরোক্ত তাহার দাবীর বিষয়টি ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের অধীনে ফৌজদারী ৪৭/৯৫ নম্বর মোকদ্দমাতে নির্ধারিত হইবে মর্মে প্রতীয়মান হইতেছে। এমতাবস্থায় অত্র মোকদ্দমাতে আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের স্বপক্ষে পর্যাপ্ত উপকরণের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং, আসামীগণের দাখিলী ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার দরখাস্ত বিবেচনা করা গেল। এক্ষণে, এইরূপ;

আদেশ হইল যে—আসামী নং (১) শফিকুর রহমান ও (২) রহিমকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় অত্র মামলায় তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হইতে ডিসচার্জ করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী কেস নং ১/৯৬

সালেহা,
প্রযত্নে আয়েত আলী মোল্লা,
১০১, পূর্ব বাসাবো, ঢাকা—বাদী।

বনাম

এম, এ, মোতালেব,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও চেয়ারম্যান,
ভেনাস গার্মেন্টস লিঃ,
হেড অফিসের ঠিকানা
৩/৩বি, পুরানা পল্টন,
থানা মতিঝিল—আসামী পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১২, তারিখ ২০-২-৯৭।

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত। আসামী হাজিরা দিয়াছেন। বাদীর বিজ্ঞ-আইনজীবীর মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষের প্রেক্ষিতে মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে। দরখাস্তটি নথিভুক্ত রাখা হউক। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। এক্ষণে এইরূপ;

আদেশ হইল যে—আসামী এম, এ মোতালেবকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল এবং তাহাকে তাহার জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং ৯/৯৬

আজমল হোসেন,
সহকারী ফ্যাক্টরী ম্যানেজার (টারমিনেটেড),
সাতোশা এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড,
২৪, পশ্চিম মালিবাগ (২য় তলা),
থানা সবুজবাগ, জিলা ঢাকা।

স্থায়ী ঠিকানা—
প্রযত্নে কাজী আবুল হোসেন,
৮২/৩এ, মাদারটেক,
বাসাবো, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) মিঃ তারেক মোস্তফা (খোকন),
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সাতোশা এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড,
২৪, পশ্চিম মালিবাগ (ডাক্তার গলি) (২য় তলা),
থানা রমনা, জিলা ঢাকা।

(২) রিয়াজ মাহমুদ (পলাশ),
পরিচালক,
সাতোশা এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড,
২৪, পশ্চিম মালিবাগ (ডাক্তার গলি) (২য় তলা),
থানা রমনা, জিলা ঢাকা—আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৪, তারিখ ৫-২-৯৭।

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী আজমল হোসেন অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। আসামীগণ উপস্থিত। তাহাদের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব কবীর উদ্দিন আহাম্মদ আসামীগণকে অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইল। আসামীর বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম ও নথি দেখিলাম। বাদী মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী বলিয়া প্রতিয়মান হইতেছে। এমতাবস্থায় এইরূপ;

আদেশ হইল যে—বাদী আজমল হোসেনের দাখিলী নালিশ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় খারিজ করা হইল এবং আসামী নং (১) তারেক মোস্তফা (খোকন) ও (২) রিয়াজ মাহমুদ (পলাশ)কে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা গেল। আসামীগণকে জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৯/৯৬

আবদুল মজিদ চৌধুরী,
পিতা মরহুম হামিদ আলী,
মধ্য রূপ কানিয়া,
ডাকঘর সাতকানিয়া, জিলা চট্টগ্রাম—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

(১) বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন,
আদমজী কোর্ট, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা মতিঝিল।

(২) মহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন ও সাঃ সেঃ
বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন,
আদমজী কোর্ট, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(৩) ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরী,
পক্ষে উহার উপ-মহাব্যবস্থাপক,
রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।

(৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরী,
রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম—**দ্বিতীয় পক্ষগণ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ১০, তারিখ ২৭-২-৯৭।

মামলাটি জবাব দাখিলের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ আবদুল মজিদ চৌধুরী উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জবাব দাখিল করার জন্য সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের জবাব দাখিলের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনিচ্ছুক মর্মে প্রত্যাহারের দরখাস্ত দিয়াছেন। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য প্রথম পক্ষকে অনুমতি দেওয়া হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৮/৯৬

সামসুন্নাহার, স্বামী আলম কবির,
ঠিকানা গ্রাম মাহমুদপুর, পোঃ চন্দ্রপুর,
থানা শরিয়তপুর, জেলা শরিয়তপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

অ্যারে ওয়্যারস লিমিটেড,
প্রতিনিধিত্বে—ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১০২৭, মালিবাগ বাজার রোড,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৭—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৯, তারিখ ৪-২-৯৭।

মামলাটি তক্ষণীয়তাসহ মূল মামলার শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মণ্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী অত্র আদালতে প্রথম পক্ষের পক্ষে দাখিলী অভিযোগ ৪৯/৯৬ নম্বর মামলার নথি উপস্থাপন করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। অভিযোগ মামলা নম্বর ৪৯/৯৬ এর নথি পেশ করা হয় এবং আদালত কর্তৃক নথি প্রত্যক্ষ করা হয়। আই, আর, ও, ১৮/৯৬ নম্বর মোকদ্দমার আরজী মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ১৮-২-৯৬ ইং তারিখ হইতে ২৫-৩-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় মৌখিক ও লিখিতভাবে কারখানা ছুটি ঘোষণা করেন এবং ২৫-৩-৯৬ ইং তারিখ বিনা নোটিশে কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ও প্রথম পক্ষ সহ অন্যান্য সকল শ্রমিককে অন্যায়ভাবে কাজ হইতে বিরত রাখা হয়। ১-৪-৯৬ ইং তারিখ ইহার বিরুদ্ধে উপ-প্রধান কুলকারখানা পরিদর্শক, ঢাকা বিভাগের নিকট অভিযোগও করা হয়। ইতিমধ্যে কারখানা চালু করা সত্ত্বেও তাহাকে কাজ দেওয়া হইতেছে না। ১১-৫-৯৬ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারী/৯৬ হইতে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে যোগদান দিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসমিস, ডিসচার্জ, টারমিনেশন, রিট্রেন্স ইত্যাদি কোন কিছুই করা হয় নাই। কাজেই বকেয়া মজুরীসহ কাজ প্রদানের (Resumption of duties) প্রার্থনার এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

উক্ত মোকদ্দমার জবাবে দ্বিতীয় পক্ষ এই মর্মে উল্লেখ করেন যে, প্রথম পক্ষ ১৮-২-৯৬ ইং তারিখ হইতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাহাকে ২৫-৭-৯৬ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে চাকুরী হইতে টারমিনেশন করা হইয়াছে। উক্ত প্রথম পক্ষ চাকুরীতে থাকাকালে প্রাপ্য যাবতীয় পাওনাদি যথাসময়ে গ্রহণ করে। এবং ১৮-২-৯৬ ইং তারিখ হইতে ২৫-৭-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সে উক্ত সময়ের জন্য কোন বকেয়া বেতন ভাতাদি পাইতে প্রাপ্য নহে।

উপরোক্ত আই, আর, ও, মোকদ্দমাতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান মতে ২-১০-৯৬ ইং তারিখে একটি অনুযোগ পত্র দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য অভিযোগ মামলা নম্বর ৪৯/৯৬ এর আরজীতে এতদরূপ বক্তব্য রাখা হইয়াছে এবং একই সংগে তাহাকে সম্পূর্ণ বকেয়া মজুরী ও ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনাও রাখা হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত মোকদ্দমার আরজী হইতে দেখা যায় যে, একই বিষয় ও একই প্রকার প্রতিকারের প্রত্যাশায় প্রথম পক্ষ কর্তৃক ৩০-৫-৯৬ ইং তারিখে আই, আর, ও, মামলা নম্বর ১৮/৯৬ এবং ৩০-১০-৯৬ ইং তারিখে উপরোক্ত অভিযোগ মামলা নম্বর ৪৯/৯৬ দায়ের করা হইয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগ মামলা নম্বর ৪৯/৯৬ মোকদ্দমাতে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে আই, আর, ও মামলা নং ১৮/৯৬ মোকদ্দমাতে পৃথক কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন পড়ে না। ইহা ব্যতিরেকে অনুরূপভাবে একই বিষয় নিয়া দুইটি মোদ্দমা পরস্পর পরিচালিত হইতে থাকিলে আদালতের সময় বিনষ্ট ও ডায়রী কনজেসটেড হইবে।

কাজেই, আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছে যে, অভিযোগ মামলা নম্বর ৪৯/৯৬ বিচারাধীন থাকায় অত্র আই, আর, ও, মামলা নং ১৮/৯৬ রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে রক্ষণীয় নহে মর্মে নিঃখরচায় খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক

চেয়ারম্যান,

দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ১১/১৯৯৬

সোহেল, পিতা লাল মিয়া,
গ্রাম মুদাফর, পোঃ মোহনপুর,
থানা মতলব, জেলা চাঁদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

অ্যারে ওয়ারস লিমিটেড,
প্রতিনিধিত্ব—ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১০২৭, মালিবাগ বাজার রোড,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—**দ্বিতীয় পক্ষ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ৯, তারিখ ঃ ৪-২-৯৭।

মামলাটি রক্ষণীয়তাসহ মূল মামলার শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল

হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী অত্র আদালতে প্রথম পক্ষের পক্ষে দাখিলী অভিযোগ ৫০/৯৬ নম্বর মামলার নথি উপস্থাপন করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। অভিযোগ মামলা নম্বর ৫০/৯৬ এর নথি পেশ করা হয় এবং আদালত কর্তৃক নথি প্রত্যক্ষ করা হয়। আই, আর, ও, ১৯/৯৬ নম্বর মোকদ্দমার আরজী মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ১৮-২-৯৬ ইং তারিখ হইতে ২৫-৩-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় মৌখিক ও লিখিতভাবে কারখানা ছুটি ঘোষণা করেন এবং ২৫-৩-৯৬ ইং তারিখ বিনা নোটিশে কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ও প্রথম পক্ষসহ সকল শ্রমিককে অন্যায়ভাবে কাজ হইতে বিরত রাখা হয়। ১-৪-৯৬ ইং তারিখ ইহার বিরুদ্ধে উপ-প্রধান কলকারখানা পরিদর্শক, ঢাকা বিভাগের নিকট অভিযোগও করা হয়। ইতিমধ্যে কারখানা চালু করা সত্ত্বেও তাহাকে কাজ দেওয়া হইতেছে না। ১১-৫-৯৬ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারী/৯৬ হইতে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে যোগদান দিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসমিস, ডিসচার্জ, টারমিনেশন, রিট্রেন্স, ইত্যাদি কোন কিছুই করা হয় নাই। কাজেই, বকেয়া মজুরীসহ কাজ প্রদানের (Resumption of duties) প্রার্থনায় এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

উক্ত মোকদ্দমার জবাবে দ্বিতীয় পক্ষ এই মর্মে উল্লেখ করেন যে, প্রথম পক্ষ ১৮-২-৯৬ ইং তারিখ হইতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাহাকে ২৫-৭-৯৬ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে চাকুরী হইতে টারমিনেশন করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ চাকুরীতে থাকাকালে প্রাপ্য যাবতীয় পাওনাদি যথাসময়ে গ্রহণ করে এবং ১৮-২-৯৬ ইং তারিখ হইতে ২৫-৭-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সে উক্ত সময়ের জন্য কোন বকেয়া বেতন ভাতাদি পাইতে প্রাপ্য নহে।

উপরোক্ত আই, আর, ও, মোকদ্দমাতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান মতে ২-১০-৯৬ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে একটি অনুযোগ পত্র দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য অভিযোগ ৫০/৯৬ নম্বর মামলার আরজীতে এতদরূপ বক্তব্য রাখা হইয়াছে এবং একই সংগে তাহাকে সম্পূর্ণ বকেয়া মজুরী ও ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনাও রাখা হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত মোকদ্দমাদ্বয়ে আরজী হইতে দেখা যায় যে, একই বিষয় ও একই প্রকার প্রতিকারের প্রত্যাশায় প্রথ পক্ষ কর্তৃক ৩০-৫-৯৬ ইং তারিখে আই, আর, ও, মামলা নম্বর ১৯/৯৬ এবং ৩০-১০-৯৬ ইং তারিখে অভিযোগ মামলা নম্বর ৫০/৯৬ দায়ের করা হইয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগ মামলা নম্বর ৫০/৯৬ মোকদ্দমাতে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে আই, আর, ও, মামলা নং ১৯/৯৬ মোকদ্দমাতে পৃথম কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন পড়ে না। ইহা ব্যতিরেকে অনুরূপভাবে একই বিষয় নিয়া দুইটি মোকদ্দমা পরস্পর পরিচালিত হইতে থাকিলে আদালতের সময় বিনষ্ট হইবে ও ডায়রী কনজেসটেড হইবে।

কাজেই, আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছে যে, অভিযোগ মামলা নম্বর ৫০/৯৬ বিচারাধীন থাকায় অত্র আই, আর, ও, ১৯/৯৬ নম্বর মামলা রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে রক্ষণীয় নহে মর্মে নিঃখরচায় খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ সিকান্দার আলী মণ্ডল, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।